দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..26 JUN 1993
পৃষ্ঠা... ৭ ...কলাম... ৪ ...

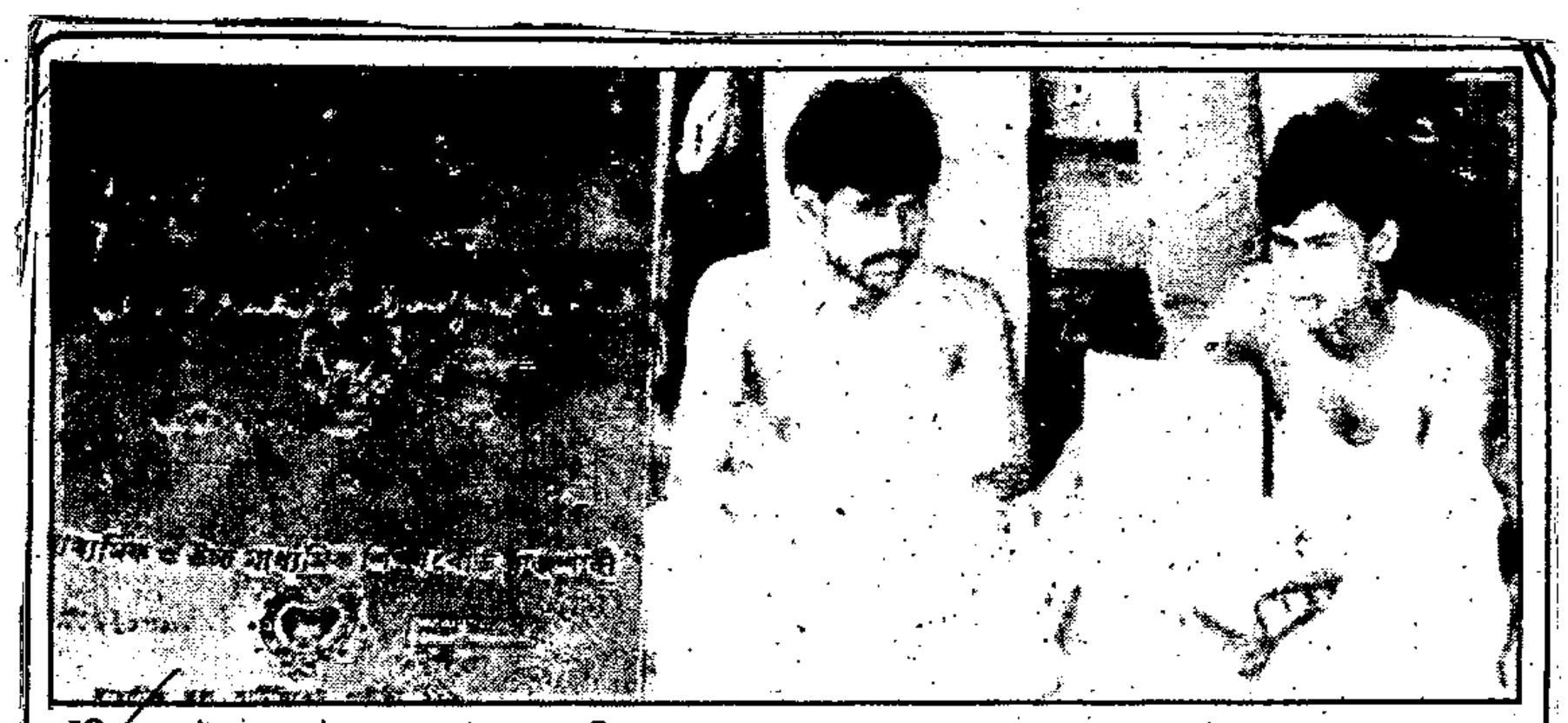

সাঁথিয়া : আটককৃত খাতা এবং গ্রেফতারকৃত রফিক ও গোলাপ। —সংবাদ

এক হাজার টাকার বিনিময়ে লেটার মার্ক

সাঁথিয়া (পাবনা), ২৫শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— এসএসসি পরীক্ষায় অংকে লেটার মার্কের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ একটি দলের ২ জন সদস্য খাতাসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

গত ২৬শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত অংক পরীক্ষায় সাঁথিয়া কেন্দ্রের খাতা গিয়েছিল দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানার পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অংক শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের কাছে। এরমধ্যে বেশকিছু খাতা তিনি এজেন্টের মাধ্যমে সাঁথিয়ায় পরীক্ষার্থীদের কাছে পাঠান।

আবুল কালাম আজাদ প্রতিটি খাতায় লেটার মার্ক দেয়ার শর্তে ১ হাজার টাকা চুক্তিতে পুনরায় লিখে জমা দেবার জন্য উক্ত এজেন্ট নিয়োগ করেন বলে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে।

সাঁথিয়া থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে অভিযান চালায়। একজন ছাত্রের কাছে দু'টি ৫শ' টাকার নোট দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করেন ওসি জাবিদ হাসান। গতকাল গভীর রাতে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে যখন খাতা আবার লেখার কাজ চলছিল তখন পুলিশ বোয়াইলমারী গ্রামের আবদুল মজিদের বাড়ি থেকে ৫টি খাতাসহ রফিকুল ইসলাম (পিতা— আবদুল কাদের মনি, গ্রাম— বোয়াইলমারী, সাঁথিয়া) ও সাখাওয়াত হোসেন গোলাপ (পিতামৃত— আবদুল কদ্দুস (বোয়াইলমারী)কে গ্রেফতার করে।

রফিকুল ইসলাম পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে জানায়, সাঁথিয়া কেন্দ্রের প্রায় দেড়শ' খাতা এভাবে আবার লেখা হয়েছে। পরীক্ষক আবুল কালাম আজাদ নিজেই খাতা নিয়ে সাঁথিয়ায় আসেন। উল্লেখ্য, খাতাপ্রতি এজেন্ট পায় ৩শ' টাকা এবং পরীক্ষক ৭শ' টাকা।

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন সাঁথিয়া কেন্দ্রের আটককৃত ৫টি খাতার রোল নং ৫৭১, ৫৬৩, ৫৬৪, ম ৫৪৮ ও ৫৬৭।

পুলিশ আসামীদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রিমান্ডের আবেদন করলে ম্যাজিস্ট্রেট ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।